যুগান্তর

2 JAN 2017

বিনামূল্যের বই বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বাস্তবসম্মত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার গণভবনে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন। উল্লেখ করা যায়, এ বছর প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সোমবার সকালে আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে 'জাতীয় পাঠ্যপুস্তক উৎসব-২০১৭'র মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ২০১০ সালে। এ পর্যন্ত এই কর্মসূচির অধীনে ২৪৩ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, বর্তমান সরকারের এ এক বড় সাফল্য। এ মহতী কার্যক্রমের জন্য বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রী ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। বিনামূল্যের বই বিশেষত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র অভিভাবকদের জন্য এক বড় ধরনের স্বস্তি। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ সহায়তায় তাদের আর্থিক কষ্টের বোঝা অনেকটাই লাঘব হবে নিঃসন্দেহে। আমাদের বিশ্বাস, শুধু বিনামূল্যের বই নয়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আরও অনেক কিছু করার আছে। ঝরে পড়াসহ প্রাথমিক শিক্ষার অন্য সমস্যাগুলোর যদি প্রতিকার করা যায়, তাহলে এ দেশের নতুন প্রজন্মের শিক্ষার ভিতটি শক্তভাবে গড়ে উঠতে পারবে, যা একটি জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

শনিবারের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাসংক্রান্ত একটি মৌলিক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন— শিক্ষার মানের মাত্রাটা কী? এটা ঠিক, দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটছে, শিক্ষিতের হার বেড়ে চলেছে; কিন্তু শিক্ষার মানের গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে কিনা, তা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠতে দেখা যায়। অনেকে পরীক্ষায় কৃতকার্যের হার কিংবা ভালো ফলাফলে সন্তুষ্ট হতে পারেন না, তাদের কথা ফলাফল শিক্ষার মানের নির্দেশক নয়। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর উপলব্ধি ইতিবাচক। তিনি বলেছেন, কোনো কিছুরই রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। শিক্ষার মানের বর্তমান যে অবস্থা তা হয়তো আশানুরূপ নয়; কিন্তু শুধু সমালোচনাতেই যে এর উন্নতি হবে না, প্রধানমন্ত্রী সে কথাও স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি সবাইকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষার মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা বলতে চাই, শুধু শিক্ষক কিংবা শিক্ষাব্যবস্থা-সংক্রান্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোই নয়, এ দেশের শিক্ষার মান বাড়াতে হলে সবাইকেই একযোগে কাজ করতে হবে।